**শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়**

ভাষণ

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী

**শেখ হাসিনা**

বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা, রবিবার, ০৪ ফাল্গুন ১৪২০, ১৬ ফেব্রুয়ারি ২০১৪

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম

প্রিয় সহকর্মী,

শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তা ও কর্মচারিবৃন্দ,

উপস্থিত সুধিবৃন্দ।

আসসালামু আলাইকুম।

আপনাদের সবাইকে আন্তরিক শুভেচ্ছা জানাচ্ছি।

ফেব্রুয়ারি মাস মহান ভাষা আন্দোলনের মাস। আমি স্মরণ করছি ভাষা শহীদদের। স্মরণ করছি ভাষা আন্দোলনের অন্যতম প্রবক্তা সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে।

আমাদের সরকারের মূল লক্ষ্য হচ্ছে ক্ষুধা ও দারিদ্র্যমু্ক্ত উন্নত-সমৃদ্ধ বাংলাদেশ গড়ে তোলা। এ লক্ষ্যে আমরা ২০০৯-২০১৩ মেয়াদে সকলক্ষেত্রে ব্যাপক উন্নয়ন কর্মসূচি বাস্তবায়ন করেছি।  শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ও তার ব্যতিক্রম নয়। গত মেয়াদে যেসব উন্নয়ন কর্মসূচি এবং প্রকল্পের কাজ অসমাপ্ত বা বাস্তবায়নাধীন রয়েছে, সেসব কর্মসূচি ও প্রকল্পের কাজ নির্ধারিত সময়ে সম্পন্ন করতে হবে।

বর্তমান ষষ্ঠ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা ২০১৫ সালের মধ্যে বাস্তবায়ন শেষ হলে সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা প্রণয়ন করা হবে। আমরা আশা করি, প্রেক্ষিত পরিকল্পনা বাস্তবায়িত হলে ২০২১ সালের মধ্যে মাথাপিছু গড় আয় বর্তমানের ১ হাজার ৪৪ ডলার থেকে বেড়ে ১ হাজার ৫০০ ডলারে উন্নীত হবে। প্রবৃদ্ধির হার বেড়ে ১০ শতাংশে উন্নীত হবে এবং দারিদ্র্যের হার বর্তমান ২৬ শতাংশ থেকে কমে হবে ১৩ শতাংশ।

এ লক্ষ্য অর্জিত হলে ২০২১ সালের মধ্যে বাংলাদেশ একটি মধ্যম আয়ের দেশে পরিণত হবে। বাংলাদেশকে ক্ষুধা, দারিদ্র্য ও নিরক্ষরতামুক্ত একটি সমৃদ্ধশালী দেশে পরিণত করার লক্ষ্য অর্জনে আমরা সংকল্পবদ্ধ। এ উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে বিভিন্ন মন্ত্রণালয় ও বিভাগকে কর্মপরিকল্পনা ও প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণের দিক নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

সরকারের অন্যতম দায়িত্ব হল শ্রমসংশ্লিষ্ট আইনসমূহ বাস্তবায়ন, শ্রম আদালতের মাধমে শ্রমক্ষেত্রে সুবিচার নিশ্চিত করা এবং শ্রমিকদের জন্য ন্যূনতম মজুরি বাস্তবায়নসহ তাঁদের কল্যাণ নিশ্চিত করা। শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়কে এসব বিষয়ে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

আমরা শ্রমিকদের জীবনমান উন্নয়নে বেতন ও মজুরি বৃদ্ধির বিষয়টি সবসময়ই সহানুভূতির সাথে বিবেচনা করেছি। ২০১০ সালে গার্মেন্টস শিল্পের শ্রমিকদের বেতন ৮২ শতাংশ বৃদ্ধি করে ১৬৬২ টাকা থেকে ৩০২৪ টাকা করা হয়। ২০১৩ সালে আবার ৭৭ শতাংশ বৃদ্ধি করে ন্যূনতম মজুরি ৫৩০০ টাকা নির্ধারণ ও বাস্তবায়ন করা হয়েছে।

বাংলাদেশ শ্রম আইন ২০০৬ এর আওতায় ঘোষিত মোট ৪২টি বেসরকারি শিল্পখাতের মধ্যে এ পর্যন্ত ৩৫টি খাতের শ্রমিকদের জন্য নিম্নতম মজুরি পুনঃনির্ধারণ বা ঘোষণা করা হয়েছে।

আমরা শ্রমিকদের দক্ষতা বৃদ্ধি, প্রশিক্ষণ এবং শ্রমিক-মালিক সম্পর্ক উন্নয়নে প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো শক্তিশালী করার উপর জোর দিয়েছি। এজন্য দেশের ৪টি শিল্প সম্পর্ক শিক্ষায়তনের মাধ্যমে শ্রমিক, শ্রমিক নেতৃবৃন্দ, মালিক প্রতিনিধি ও শ্রম সংশ্লিষ্ট অন্যান্য প্রতিনিধিদেরকে বিভিন্ন বিষয়ে প্রশিক্ষণ দেওয়া হচ্ছে।

বর্তমান সরকার শিশুশ্রম নিরসনে বদ্ধপরিকর। এ লক্ষ্যে ১৯৯৬-২০০১ মেয়াদে আমরা পোশাকশিল্প খাত থেকে সম্পূর্ণভাবে শিশুশ্রম প্রত্যাহার করেছিলাম। শিশুশ্রম নিরসনের কার্যক্রম এখনও অব্যাহত রয়েছে। বর্তমানে দেশের ১৪টি জেলায় প্রায় ৫০ হাজার শিশুকে দক্ষতা উন্নয়ন বিষয়ে প্রশিক্ষণ দেওয়া হচ্ছে।

দেশের অর্ধেক জনশক্তি নারী। তাঁদের ক্ষমতায়ন না হলে উন্নয়ন সম্ভব নয়। এজন্য উত্তরাঞ্চলে দরিদ্র মহিলাদের প্রশিক্ষণ দিয়ে তাঁদের কর্মসংস্থানের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। বিশ্বব্যাংকের সহায়তায় ঢাকা, চট্টগ্রাম, ঈশ্বরদী এবং নীলফামারীর উত্তরা ইপিজেড এলাকায় ৪টি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র ও ডরমিটরি নির্মাণের কাজ চলছে।

এ প্রকল্পের মাধ্যমে উত্তরাঞ্চলের ১৪ হাজার ৪০০ জন যুবা মহিলার ইপিজেডের পোশাক কারখানায় কর্মসংস্থান হবে।

দেশের জনশক্তির দক্ষতা উন্নয়নের জন্য ইতোমধ্যে National Skill Development Council গঠন করা হয়েছে। এর মাধ্যমে বিভিন্ন মন্ত্রণালয় ও বিভাগের সাথে সমম্বয় করে সমগ্র দেশের জন্য সমন্বিতভাবে কারিগরি প্রশিক্ষণ ও বিভিন্ন পেশাগত প্রশিক্ষণের কারিকুলাম প্রণয়ন করা হচ্ছে।

এ প্রশিক্ষণ চালু হলে দেশে এবং বিদেশে একটি মানসম্মত শ্রম দক্ষতার স্বীকৃতি পাওয়া যাবে। বিশেষ করে বহির্বিশ্বের শ্রমবাজারে বাংলাদেশের শ্রমিকদের শ্রমমান যথাযথভাবে মূল্যায়িত হবে ও মজুরি অনেকাংশে বৃদ্ধি পাবে।

গার্মেন্টস শিল্পখাতে স্থিতিশীল পরিবেশ বজায় রাখা এবং নিরাপদ কর্মপরিবেশ নিশ্চিত করা বিষয়ে নিয়মিতভাবে পর্যালোচনা ও দিক-নির্দেশনার জন্য শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রীর নেতৃত্বে ‘‘গার্মেন্টস শিল্প বিষয়ক মন্ত্রিসভা কমিটি'' গঠন করা হয়েছে।

সরকার দীর্ঘমেয়াদী কার্যক্রমের আওতায় মুন্সীগঞ্জ জেলার গজারিয়া উপজেলার বাউসিয়া এলাকায় একটি ‘গার্মেন্টস শিল্পপল্লী' স্থাপনের উদ্যোগ নিয়েছে। এটি বাস্তবায়িত হলে অপরিকল্পিত  ও ‘নন কমপ্লায়েন্স' পোশাক কারখানা  হ্রাস পাবে এবং এ শিল্পে অগ্নি ও অন্যান্য দুর্ঘটনা কমে আসবে।

দুর্ঘটনা রোধে ভবন ও অগ্নি নিরাপত্তার জন্য ILO এর সহায়তায় শ্রমিক, মালিক ও শ্রম মন্ত্রণালয়ের যৌথ উদ্যোগে তৈরি পোশাকশিল্পে অগ্নি-নিরাপত্তা সংক্রান্ত একটি ত্রিপক্ষীয় জাতীয় কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে। এতে ILO কারিগরিসহ সার্বিক সহযোগিতা প্রদান করছে।

আমাদের রপ্তানিপণ্যের গুণগত মান এবং উৎপাদনক্ষেত্র ও পরিবেশ বিশ্বমানের পর্যায়ে উন্নীত করার লক্ষ্যে ILO-এর সহযোগিতায় Better Work Programme বাস্তবায়ন করা হচ্ছে।

এছাড়া, বাংলাদেশের চিংড়িশিল্পে শ্রমমান উন্নয়নের লক্ষ্যে ILO-এর মাধ্যমে প্রকল্প বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। World Fish-এর মাধ্যমে অপর একটি প্রকল্পের অধীনে এ খাতের শ্রমিকদের সচেতনতামূলক প্রশিক্ষণ কার্যক্রম চলছে।

সরকার শ্রমিক-মালিক আইনগত সম্পর্ক সহায়তা প্রদানের জন্য প্রয়োজনীয় ১২টি নতুন আইন ও নীতি প্রণয়ন এবং বিদ্যমান আইন সংশোধন ও অনুমোদন করেছে। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলঃ শ্রম আইন, ২০০৬ সংশোধন, জাতীয় শ্রমনীতি ২০১২ প্রণয়ন, শিশুশ্রম নিরসন নীতি ২০১০ প্রণয়ন, জাতীয় পেশাগত স্বাস্থ্য ও সেইফটি নীতিমালা ২০১২ প্রণয়ন, জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন নীতি ২০১১ প্রণয়ন, বেসরকারি খাতে কর্মরত শ্রমিকদের অবসরের বয়সসীমা বৃদ্ধি, চট্টগ্রাম ও মংলা সমুদ্রবন্দর কর্তৃপক্ষের ট্রেড ইউনিয়ন সংশ্লিষ্ট আইন সংশোধন, শ্রম কল্যাণ ফাউন্ডেশন আইন, ২০০৬ সংশোধন ও বিধিমালা প্রণয়ন, ব্যক্তিমালিকাধীন বেসরকারী সড়ক পরিবহন শ্রমিক কল্যাণ তহবিল বিধিমালা ২০১২ প্রণয়ন।

আমাদের সরকার শ্রমবান্ধব সরকার। শ্রমিকদের কল্যাণ নিশ্চিত করা আমাদের অন্যতম লক্ষ্য। শ্রমিকদের সার্বিক কল্যাণ নিশ্চিত করতে দেশের বিভিন্ন শিল্পাঞ্চলে মোট ৩০টি শ্রম কল্যাণকেন্দ্র সেবা দিয়ে যাচ্ছে। এসব কেন্দ্রের মাধ্যমে শ্রমিকদের অধিকার ও কর্তব্য সম্পর্কে সচেতনতামূলক প্রশিক্ষণ, বিনামূল্যে প্রাথমিক চিকিৎসাসেবা ও ঔষধ সরবরাহ, প্রজনন স্বাস্থ্যশিক্ষা ও সেবা প্রদান, পরিবার কল্যাণ ও পরিবার পরিকল্পনা বিষয়ে পরামর্শ ও উপকরণ সরবরাহ, খেলাধুলা ইত্যাদি সুবিধা প্রদান করা হচ্ছে।

দেশের ১৬৫টি চা বাগানে কর্মরত কর্মচারি ও শ্রমিকদের কল্যাণে শ্রম অধিদপ্তরের অধীনে চা-শিল্প শ্রমিক কল্যাণ ফান্ড এর কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে। বর্তমানে মালিক ও শ্রমিকদের চাঁদা ও লভ্যাংশ মিলিয়ে এ ফান্ড প্রায় ২০৬ কোটি টাকায় উন্নীত হয়েছে। উপকারভোগীর সংখ্যা লক্ষাধিক।

প্রাতিষ্ঠানিক ও অপ্রাতিষ্ঠানিক খাতে নিয়োজিত শ্রমিকদের কল্যাণ সাধনের জন্য শ্রমিক কল্যাণ ফাউন্ডেশন প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। বর্তমানে ফাউন্ডেশনের তহবিলে প্রায় ৬ কোটি টাকা জমা আছে। এছাড়া, অপ্রাতিষ্ঠানিক খাতে কর্মরত নির্মাণ শ্রমিকদের জন্য একটি গ্রুপবীমা স্কিম চালু করা হয়েছে। যার ৬৬% অর্থ কল্যাণ তহবিল থেকে দেওয়া হচ্ছে।

সুধিবৃন্দ,

আমরা শ্রমজীবীসহ সকল মানুষের ভাগ্যের সত্যিকার গুণগত পরিবর্তন দেখতে চাই। সে লক্ষ্যে শ্রমজীবী মানুষের ভাগ্য পরিবর্তনে তাঁদের মৌলিক চাহিদা পূরণ, MDG এর লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী স্বল্প সময়ের মধ্যে দারিদ্র্য বিমোচন, নারীর ক্ষমতায়ন, যুব সমাজের কর্মসংস্থান সৃষ্টির কাজ অব্যাহত আছে।

গৃহকর্মী সুরক্ষা ও কল্যাণ নীতিমালা প্রণয়ন এবং শিশুদের জন্য জাতীয় সিএসআর নীতিমালা প্রণয়নের কাজ চলছে। শ্রমিক কর্মচারীদের ট্রেডভিত্তিক প্রশিক্ষণ ও শ্রমের উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির ব্যবস্থার পাশাপাশি তাঁদের ট্রেড ইউনিয়ন অধিকার নিশ্চিত করা হবে।

এছাড়া, পোশাকশিল্পের ন্যূনতম মজুরি কার্যকর এবং কর্মপরিবেশ ও শ্রমিকদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা হবে। শিল্পের নিরাপত্তা ও শান্তি প্রতিষ্ঠাকে বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে। সকল শিল্প শ্রমিক, হত-দরিদ্র, গ্রামীণ কৃষি শ্রমিক এবং প্রান্তিক জনগোষ্ঠির জন্য রেশনিং প্রথা চালু করা হবে।

আমাদের এসব কর্মকান্ডের উদ্দেশ্য হচ্ছে দুঃখী-মেহনতি মানুষের ভাগ্যোন্নয়ন। আমাদের এ প্রচেষ্টা অবশ্যই সফল ও সার্থক হবে বলে আমি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি।

এজন্য আপনাদের দায়িত্ব অপরিসীম। সরকারি কর্মসূচি সঠিকভাবে বাস্তবায়ন না হলে আমাদের উদ্দেশ্য সফল হবে না। সাধারণ মানুষ ক্ষতিগ্রস্ত হবে।

কাজেই আপনাদের কাছে অনুরোধ সততা এবং আন্তরিকতার সাথে দায়িত্ব পালন করুন। দায়িত্ব পালনে কোন ধরণের গাফলতি আমরা সহ্য করব না।

আসুন আমরা আমাদের সার্বিক প্রচেষ্টা দ্বারা জাতির পিতা বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নের সোনার বাংলা গড়ে তুলি। মহান আল্লাহ আমাদের সহায় হোন।

­­­

খোদা হাফেজ।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু।

বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।